

## প্রাইমারি এক্সাম ব্যাচ (যমুনা ও মেঘনা)

### Exam-11

১। কবির তার মাসিক আয়ের ৮০% খরচ করে।  
যদি তার আয় ৫০% বৃদ্ধি পায় এবং সেই সাথে খরচ  
২৫% বৃদ্ধি পায় তাহলে তার সঞ্চয় কত?

- (ক) ৫০% বৃদ্ধি পাবে  
(খ) ৭৫% বৃদ্ধি পাবে  
(গ) ১০০% বৃদ্ধি পাবে  
(ঘ) ১৫০% বৃদ্ধি পাবে \*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ধরি,

কবিরের বর্তমান আয় = ১০০ টাকা

আয়ের ৮০% খরচ হলে মোট ব্যয় = ৮০ টাকা

$$\therefore \text{সঞ্চয়} = (১০০ - ৮০) \text{ টাকা}$$

$$= ২০ \text{ টাকা}$$

আয় ৫০% বৃদ্ধি পেলে,

$$\text{নতুন আয়} = ১০০ + ১০০ \text{ এর } \frac{৫০}{১০০}$$

$$= ১০০ + ৫০$$

$$= ১৫০$$

আবার ব্যয় ২৫% বৃদ্ধি পেলে,

$$\text{নতুন ব্যয়} = ৮০ + ৮০ \text{ এর } \frac{২০}{১০০}$$

$$= ৮০ + ২০ = ১০০ \text{ টাকা}$$

তাহলে নতুন সঞ্চয়

$$= (\text{নতুন আয়} - \text{নতুন ব্যয়})$$

$$= ১৫০ - ১০০ = ৫০ \text{ টাকা}$$

$$\text{সঞ্চয় বৃদ্ধি} = (\text{নতুন সঞ্চয়} - \text{আগের সঞ্চয়})$$

$$= ৫০ - ২০$$

$$= ৩০ \text{ টাকা}$$

$$\text{সঞ্চয় বৃদ্ধির হার} = \frac{৩০ \times ১০০}{২০} = ১৫০\%$$

২। একটি শ্রেণীর ২০ জন ছাত্রী এবং ৩০ জন ছাত্র  
একটি বনভোজনের আয়োজন করলো। ৩০%  
ছাত্রী এবং ৪০% ছাত্র বনভোজনে অংশ গ্রহণ  
করল। শতকরা কতজন ছাত্র-ছাত্রী বনভোজনে  
অংশগ্রহণ করল?

$$(ক) ৩৬\% *$$

$$(খ) ৩৮\%$$

$$(গ) ৪০\%$$

$$(ঘ) ৪২\%$$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

$$\text{শ্রেণীতে মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা} = (৩০ + ২০)$$

$$= ৫০ \text{ জন}$$

৩০ জন ছাত্রের মধ্যে ৪০% বনভোজনে অংশগ্রহণ  
করলে,

$$\text{বনভোজনে যাওয়া ছাত্রের সংখ্যা} = ৩০ \text{ এর } \frac{৪০}{১০০}$$

$$= ১২ \text{ জন}$$

আবার,

২০ জন ছাত্রীর মধ্যে ৩০% বনভোজন অংশ গ্রহণ  
করলে,

$$= ২০ \text{ এর } \frac{৩০}{১০০}$$

$$= ৬ \text{ জন}$$

$$\text{মোট বনভোজনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী} = (১২ + ৬) = ১৮ \text{ জন}$$

$$\therefore \text{শতকরা বনভোজনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রী} = \frac{১৮}{৫০} \times ১০০ = ৩৬\%$$

৩। একটি পরীক্ষায় ২৪% ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞানে  
অকৃতকার্য হয় এবং ৪৩% ছাত্র-ছাত্রী গণিতে  
অকৃতকার্য হয়। যদি ১৫% ছাত্র-ছাত্রী উভয়  
বিষয়ে অকৃতকার্য হয়ে থাকে, তাহলে শতকরা  
কতজন ছাত্রছাত্রী উভয় বিষয়ে পাশ করেছে?

$$(ক) ৫২\%$$

$$(খ) ৬৭\%$$

$$(গ) ৪৮\% *$$

$$(ঘ) ৩৩\%$$

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: প্রথমতে,

২৪% ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞানে অকৃতকার্য হলে,

বিজ্ঞানে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা

$$= ১০০\% - ২৪\% = ৭৬\%$$

আবার,

৪৩% ছাত্র-ছাত্রী গণিতে অকৃতকার্য হলে,

গণিতে পাশ করা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা

$$= ১০০\% - ৪৩\% = ৫৭\%$$

১৫% উভয় বিষয়ে ফেল করলে,

উভয় বিষয়ে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা

$$= ১০০\% - ১৫\% = ৮৫\%$$

আমরা জানি,

$$n(S \cup M) = n(S) + n(M) - n(S \cap M)$$

এখানে,

$$n(S) = \text{শুধু বিজ্ঞানে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা}$$

$$n(M) = \text{শুধু গণিতে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা}$$

$$n(S \cup M) = \text{উভয় বিষয়ে পাশ করা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা}$$

$$= 96\% + 59\% - 75\%$$

$$= 80\%$$

৪। একটি বই ৫% কমিশনে খরিদ করলে যত টাকা বই এর মূল্য হিসেব দিতে হয়, ৬% কমিশনে খরিদ করলে বই এর মূল্য হিসেবে ১৫ টাকা আরো কম দিতে হয়। বইটির প্রকৃত মূল্য কত?

(ক) ১০০০

(খ) ১০০২

(গ) ১০০৫

(ঘ) ১৫০০ \*

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রশ্নমতে,

শতকরা কমিশন বা মূল্য কম দিতে হয়

$$= (6\% - 5\%)$$

$$= 1\%$$

মূল্য ১ টাকা কম দিতে হলে প্রকৃত মূল্য ১০০ টাকা

$$\begin{aligned} " \quad 15 " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " &= 100 \times 15 \\ &= 1500 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

৫। একটি নির্বাচনে প্রার্থী জামান ও নোমান প্রতিদ্বন্দিতা করল। জামান নির্বাচনে প্রদত্ত ভোটের ৪০% ভোট পেল। নোমান জামানের চেয়ে ২৯৮ ভোট বেশী পেয়ে নির্বাচনে জয় লাভ করলে। ঐ নির্বাচনে কতজন ভোট দিয়েছিলো।

(ক) ১৪৯০ \*

(খ) ১৫২০

(গ) ১৫৪০

(ঘ) ১৪০০

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: ধরি,

নির্বাচনে মোট প্রদত্ত ভোট = ১০০%

জামান নির্বাচনে ৪০% ভোট পেলে,

নোমান পাই ৬০% ভোট

$$\text{ব্যবধান} = (60\% - 40\%) = 20\%$$

ব্যবধান ২০ হলে মোট প্রদত্ত ভোট = ১০০

$$\begin{aligned} " \quad 298 " \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " &= \frac{100 \times 298}{20} \\ &= 1490 \end{aligned}$$

৬। কাপড়ের দাম ১৫% কমে যাওয়ায় একজন লোক ১৩৬০ টাকায় পূর্বাপেক্ষা ৩ গজ কাপড় বেশি কিনতে পারে। প্রতিগজ কাপড়ের পূর্ব দাম ও বর্তমান দাম কত?

(ক) ৪০, ২০ টাকা

(খ) ৫০, ২০ টাকা

(গ) ৮০, ৬৮ টাকা \*

(ঘ) ২০, ৫০ টাকা

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রশ্নমতে,

$$100 \text{ টাকায় কাপড়ের দাম কমে} = 15 \text{ টাকা}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " &= \frac{15}{100} " \\ 1360 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " &= \frac{15 \times 1360}{100} \\ &= 208 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 208 \text{ টাকা} \\ \text{যেহেতু বর্তমান মূল্যে ৩ গজ কাপড় বেশী পাওয়া যায়,} \\ \text{৩ গজ কাপড়ের বর্তমান মূল্য} &= 208 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad " \quad " \quad " \quad " \quad " &= \frac{208}{3} \\ &= 69.33 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 69.33 \text{ টাকা} \\ \text{বর্তমান দাম ৮৫ টাকা হলে পূর্বদাম} &= 100 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} " \quad " \quad 1 \quad " \quad " \quad " &= \frac{100}{85} " \\ &= 1.176 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} " \quad " \quad 68 \quad " \quad " \quad " &= \frac{100 \times 68}{85} \\ &= 80 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 80 \text{ টাকা} \end{aligned}$$

∴ কাপড়ের পূর্বদাম ও বর্তমান যথাক্রমে ৮০ ও ৬৮ টাকা।

৭। একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ শতকরা ১০% বাড়ানো হলে এর ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?

(ক) ১০%

(খ) ১৬.৫%

(গ) ২১% \*

(ঘ) ২৫%

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: আমরা জানি,

বৃত্তের ব্যাস r হলে

$$\text{ব্যাসার্ধ} = \pi r^2$$

তাই যদি ব্যাসার্ধ ১০% বাড়লে, ক্ষেত্রফল ১০% করে ২ বার বাড়ার সমান বাড়বে।

ধরি,

$$\text{প্রথমে ছোট বৃত্তের ব্যাসার্ধ} = 100$$

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং ছোট বৃত্তটির ক্ষেত্রফল} &= \pi(100)^2 \\ &= 10000\pi \\ 10\% \text{ বৃদ্ধির পর নতুন ব্যাসার্ধ} &= 100 + 10 \\ &= 110\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{নতুন বৃত্তের ক্ষেত্রফল} &= \pi(110)^2 \\ &= 12100\pi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পেয়েছে} \\ &= 12100\pi - 10000\pi \\ &= 2100\pi\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{বৃদ্ধির, শতকরা হার} &= \frac{2100\pi \times 100}{10000\pi} \\ &= 21\%\end{aligned}$$

৮। একজন ব্যবসায়ী তার পণ্যের দাম ২০% বাড়িয়ে দিলেন, এতে তার বিক্রি কমে যাওয়ায় তিনি পুনরায় ২০% দাম কমিয়ে দিলেন। এতে তার প্রথম মূল্যের তুলনায় দাম কতটুকু কমলো বা বাড়লো?

- (ক) ৪% \*  
(খ) ৫%  
(গ) ৭%  
(ঘ) ৯%

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:** মনে করি,

প্রথম দাম = ১০০ টাকা

$$\begin{aligned}20\% \text{ বাড়ায় দাম হয়} &= (100 + 20) \text{ টাকা} \\ &= 120 \text{ টাকা}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{পুনরায় } 20\% \text{ দাম কমলে, } 120 \text{ এর } \frac{80}{100} \\ &= 96 \text{ টাকা}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}1ম \text{ দাম থেকে সর্বশেষ দাম কমলে} \\ &= 100 - 96 \text{ টাকা} \\ &= 4 \text{ টাকা}\end{aligned}$$

৯। মি. রেজা তার সম্পদের ১২% স্ত্রীকে, ৫৮% ছেলেকে এবং অবশিষ্ট ৭,২০,০০০ টাকা মেয়েকে দিলেন। তার সম্পদের মোট মূল্য কত?

- (ক) ২০,০০,০০০ টাকা  
(খ) ২৪,০০,০০০ টাকা \*  
(গ) ১৬,০০,০০০ টাকা  
(ঘ) ১২,০০,০০০ টাকা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

স্ত্রী পায় ১২%, ছেলে পায় ৫৮%

$$\begin{aligned}\text{সুতরাং মেয়ে পায়} &= 100\% - (12 + 58\%) \\ &= 30\%\end{aligned}$$

$$\therefore \text{অবশিষ্ট} = 30\%$$

$$\text{মি. রেজার সম্পদের } 30\% = 7,20,000 \text{ টাকা}$$

$$\text{" " " } 1\% = \frac{720000}{30} \text{ "}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{" " " } 100\% &= \frac{720000}{30} \times 100 \text{ "} \\ &= 24,00,000 \text{ টাকা}\end{aligned}$$

১০।  $13\frac{3}{8}\%$  এর মান কত?

$$\text{(ক)} \frac{9}{80}$$

$$\text{(খ)} \frac{9}{80}$$

$$\text{(গ)} \frac{11}{80} *$$

$$\text{(ঘ)} \frac{13}{80}$$

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

$$13\frac{3}{8}\% = 13 \frac{3}{8} \times \frac{100}{100}$$

$$= \frac{55}{8 \times 100}$$

$$= \frac{55}{800}$$

$$= \frac{11}{80}$$

১১। ১০০ টাকায় ২৫টি আম ক্রয় করে ১০০ টাকায় ২০টি আম বিক্রয় করলে শতকরা লাভ হবে?

- (ক) ২৫% \*  
(খ) ১৫%  
(গ) ১০%  
(ঘ) ২২%

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

$$25 \text{ টি আমের ক্রয়মূল্য} = 100 \text{ টাকা}$$

$$\therefore 1 \text{ টি আমের ক্রয়মূল্য} = \frac{100}{25} = 4 \text{ টাকা}$$

আবার,

$$20 \text{ টি আমের ক্রয়মূল্য} = 100 \text{ টাকা}$$

$$\therefore 1 \text{ টি আমের ক্রয়মূল্য} = \frac{100}{20} = 5 \text{ টাকা}$$

$$8 \text{ টাকায় লাভ} = (5 - 4) = 1 \text{ টাকা}$$

$$8 \text{ টাকায় লাভ} = 1 \text{ টাকা}$$

$$\therefore 1 \text{ টাকায় লাভ} = \frac{1}{8} \text{ টাকা}$$

$$\therefore 100 \text{ টাকায় লাভ হয়}$$

$$\frac{1}{8} \times 100 \text{ টাকা} = 25\%$$

১২। একজন খুচরা বিক্রেতা তার পণ্যের লিখিত মূল্যের উপর ১০% কমিশন দেয়ায় তার ১২.৫% লাভ হয়। লিখিত মূল্যের উপর ২০% কমিশন দিলে তার শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে?

(ক) ২০% ক্ষতি

(খ) ১২% ক্ষতি

(গ) ১২% লাভ

(ঘ) লাভ ক্ষতি কিছুই হবে না\*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

ধরি, লিখিত মূল্য = ১০০ টাকা

১০% কমিশন দিয়ে ১ম বিক্রয়মূল্য

$$= (100 - 10) = 90 \text{ টাকা}$$

আবার,

$$12.5\% \text{ লাভে বিক্রয়মূল্য} = 12.5\%$$

প্রশ্নমতে,

$$112.5\% = 90$$

$$\therefore 1\% = \frac{90}{112.5}$$

$$\therefore 100\% = \frac{90 \times 100}{112.5} = 80$$

$$\text{সুতরাং ক্রয়মূল্য } 100\% = 80 \text{ টাকা}$$

এখন ১০০ টাকার পণ্যে ২০% ছাড় দিলে বিক্রয়মূল্য ও হবে ৮০ টাকা। অর্থাৎ ২০% ছাড় দিলে লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না।

১৩। প্রতিটি ৩৬০০ টাকা করে দুটি টেবিল বিক্রয় করা হল। একটি ২০% লাভে এবং অন্যটি ২০% ক্ষতিতে বিক্রয় করা হল। সর্বমোট কত লাভ বা ক্ষতি হয়েছে?

(ক) ২০০ টাকা লাভ

(খ) ৩০০ টাকা লাভ

(গ) ৬০০ টাকা লাভ

(ঘ) ৩০০ টাকা ক্ষতি\*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

$$\text{দুটি চেয়ারের বিক্রয়মূল্য} = 3600 \times 2 = 7200 \text{ টাকা}$$

২০% লাভ হলে,

$$1\text{ম টেবিলের বিক্রয়মূল্য } 120 \text{ টাকা হলে ক্রয়মূল্য}$$

$$= 100 \text{ টাকা}$$

$$1\text{ম টেবিলের বিক্রয়মূল্য } 3600 \text{ টাকা হলে ক্রয়মূল্য}$$

$$\frac{100}{120} \times 3600 = 3000 \text{ টাকা}$$

আবার,

২০% ক্ষতিতে

$$1\text{ম টেবিলের বিক্রয়মূল্য } 80 \text{ টাকা হলে ক্রয়মূল্য}$$

$$= 100 \text{ টাকা}$$

$$1\text{ম টেবিলের বিক্রয়মূল্য } 3600 \text{ টাকা হলে ক্রয়মূল্য} =$$

$$\frac{100}{80} \times 3600 = 4500 \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{মোট ক্রয়মূল্য} = 3000 + 4500 = 7500$$

$$\text{ক্ষতি} = 7500 - 7200$$

$$= \text{ক্রয়মূল্য} - \text{বিক্রয়মূল্য} = 300$$

১৪। একটি গাড়ির বিক্রয়মূল্য গাড়িটির

ক্রয়মূল্যের  $\frac{8}{5}$  অংশের সমান হলে ক্ষতি হবে-

(ক) ২০%\*

(খ) ২৫%

(গ) ৮০%

(ঘ) ৭০%

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

ধরি, ক্রয়মূল্য = ১০০

$$\therefore \text{বিক্রয়মূল্য} = 100 \times \frac{8}{5} = 160 \text{ টাকা}$$

$$\text{ক্ষতি} = \text{ক্রয়মূল্য} - \text{বিক্রয়মূল্য}$$

$$= 100 - 80$$

$$= 20 \text{ টাকা}$$

১৫। একজন ব্যবসায়ী ১৪% ক্ষতিতে একটি পণ্য বিক্রয় করে। যদি যে পণ্যটি ২২১ টাকা বেশি মূল্যে বিক্রয় করত, তাহলে তার ১২% লাভ হতো। পণ্যটির ক্রয়মূল্য কত টাকা?

(ক) ১৭০০

(খ) ১২০০

(গ) ৮৫০\*

(ঘ) ৫৮০

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

$$14\% \text{ ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য} = 100 - 14 = 86$$

আবার,

$$12\% \text{ লাভে বিক্রয়মূল্য} = 100 + 12 = 112$$

$$\text{দুই বিক্রয়মূল্যের ব্যবধান} = 112 - 86 = 26$$

$$\text{বিক্রয়মূল্য আরো } 26 \text{ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য } 100 \text{ টাকা}$$



∴ বিক্রয়মূল্য আরো ১ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য

$$= \frac{100}{26} \text{ টাকা}$$

∴ বিক্রয়মূল্য আরো ২২১ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য

$$\frac{100}{26} \times 221 = 850 \text{ টাকা}$$

১৬। একটি কলম ২৭০ টাকায় বিক্রয় করাতে ১০% ক্ষতি হয়, কলমটির ক্রয়মূল্য কত?

(ক) ২০০ টাকা

(খ) ২২০ টাকা

(গ) ৩০০ টাকা\*

(ঘ) ১০০ টাকা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য = ৯০

বিক্রয়মূল্য ৯০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য = ১০০ টাকা

বিক্রয়মূল্য ১০০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য =  $\frac{100}{90}$  টাকা

বিক্রয়মূল্য ২৭০ টাকা হলে ক্রয়মূল্য =  $\frac{100}{90} \times 270 =$

৩০০ টাকা

১৭। একটি জিনিস ৩৬ টাকায় বিক্রয় করায় যত ক্ষতি হয় ৭২ টাকায় বিক্রয় করলে তার দ্বিগুণ লাভ হয়। জিনিসটির ক্রয়মূল্য কত?

(ক) ৪৫ টাকা

(খ) ৪৪ টাকা

(গ) ৪২ টাকা

(ঘ) ৪৮ টাকা\*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

ধরি, জিনিসটির ক্রয়মূল্য = x টাকা

প্রশ্নমতে,

$$2(x - 36) = 72 - x \quad (2 \times \text{ক্ষতি} = \text{লাভ, সমান হবে})$$

$$\Rightarrow 2x - 72 = 72 - x$$

$$\Rightarrow 3x = 144$$

$$\therefore x = \frac{144}{3} = 48 \text{ টাকা}$$

অর্থাৎ ক্রয়মূল্য ৪৮ টাকা

১৮। ক একটি জিনিস খ এর নিকট ২০% লাভে বিক্রি করে খ জিনিসটি গ এর নিকট ক এর ক্রয়মূল্যে বিক্রি করে। খ এর শতকরা কত ক্ষতি হয়?

(ক)  $16\frac{2}{3}\%$ \*

(খ)  $12\frac{2}{3}\%$

(গ)  $18\frac{2}{3}\%$

(ঘ)  $18\frac{2}{3}\%$

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

২০% লাভে, ক ১০০ টাকা কিনে খ এর কাছে ১২০ টাকায় বিক্রি করে। এরপর খ ১২০ টাকায় কিনে গ এর কাছে ১০০ টাকায় (ক এর ক্রয়মূল্য = ১০০) বিক্রি করলে ক্ষতি হবে  $120 - 100 = 20$  টাকা

$$\therefore \text{শতকরা ক্ষতির হার} = \frac{20}{120} \times 100 = 16\frac{2}{3}\%$$

১৯। 100 টাকায় 10টি ডিম কিনে 100 টাকায় 8টি ডিম বিক্রয় করলে শতকরা লাভ কত হবে?

(ক) 16%

(খ) 20%

(গ) 25%\*

(ঘ) 28%

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

10টি ডিমের ক্রয়মূল্য = 100 টাকা

$$10 \text{টি ডিমের ক্রয়মূল্য} = \frac{100}{10} = 10 \text{ টাকা}$$

প্রশ্নানুসারে,

8টি ডিমের বিক্রয়মূল্য = 100 টাকা

$$1 \text{টি ডিমের বিক্রয়মূল্য} = \frac{100}{8} = 12\frac{1}{2} \text{ টাকা}$$

$$\therefore \text{লাভ} = 12\frac{1}{2} - 10 = \frac{25 - 20}{2} = \frac{5}{2}$$

$$\therefore 10 \text{ টাকায় লাভ হয়} = \frac{5}{2}$$

$$1 \text{ টাকায় লাভ হয়} = \frac{5}{1} \times 10 = 50 \text{ টাকা}$$

২০। একজন টিভি বিক্রেতা ৪৫% লাভে টিভি বিক্রি করত। মন্দার কারণে যে তার লাভের হার ৪০% কমে এবং এতে তার বিক্রয় ১০% বেড়ে যায়। তার নতুন লাভ ও আগের লাভের অনুপাত কত?

(ক) ৯ : ৮

(খ) ১১ : ১০

(গ) ৪৫ : ৪৪

(ঘ) ৪৪ : ৪৫\*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

ধরি,

আগের বিক্রি ১০টি টিভি এবং প্রতিটিতে লাভ ৪৫ টাকা

তাহলে মোট লাভ =  $10 \times 45 = 450$  টাকা

আবার,

১০টির বিক্রি ১০% বাড়লে নতুন বিক্রি

$$= 10 + \frac{10}{100} \times 100 = 11 \text{ টি}$$

এবং প্রতিটিতে ৪০ টাকা করে

নতুন মোট লাভ =  $11 \times 40 = 440$  টাকা

নতুন লাভ ও আগের লাভের অনুপাত

$$= 44 : 450 = 44 : 45$$

২১। ইনী প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়েছে কোনটি?

(ক) জেলেনী

(খ) বাঘিনী\*

(গ) ভাগনী

(ঘ) ভিখারিনী

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- কিছু পুরুষবাচক শব্দের শেষে ইনী প্রত্যয়যোগে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা যায়। যেমন:

পুরুষবাচক শব্দ	নারীবাচক শব্দ
বাঘ	বাঘ+ইনী=বাঘিনী
কাজল	কাজল+ইনী=কাজলিনী
গোয়াল	গোয়াল+ইনী=গোয়ালিনী

- অপরদিকে, জেলে এবং ভিখারি এর সাথে নী প্রত্যয় যুক্ত করে লিঙ্গান্তর করা হয়েছে।

জেলে- জেলেনী

ভিখারি- ভিখারিনী

- ভাগনে শব্দটির সাথে ঈ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এর স্ত্রী লিঙ্গ ভাগনী শব্দটি গঠিত হয়েছে।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

২২। নিচের কোনটি পত্নী অর্থে স্ত্রীবাচক শব্দ?

(ক) ছাত্রী

(খ) বালিকা

(গ) জা\*

(ঘ) বোন

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ মূলত দুই ভাগে বিভক্ত: ১. পতি ও পত্নীবাচক ২. পুরুষ ও মেয়ে বা স্ত্রীবাচক।
- পতি ও পত্নীবাচক অর্থে পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দগুলো হলো:

পতিবাচক	পত্নীবাচক
বাবা	মা
দেবর	জা
ভাই	ভাবী
দাদা/নানা	দাদি/নানি
চাচা/কাকা	চাচী/কাকী

- অপরদিকে, সাধারণ পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় শব্দগুলোর মধ্যে রয়েছে: ছাত্র-ছাত্রী, দেবর-ননদ, ভাই-বোন, মোরগ-মুরগী, বালক-বালিকা প্রভৃতি।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)

২৩। নিচের কোন পুরুষবাচক শব্দে 'আ' প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয়?

(ক) চপল\*

(খ) কুহক

(গ) সেবক

(ঘ) সৎ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- 'আ' প্রত্যয়যোগে লিঙ্গান্তর করা হয় এমন কিছু শব্দ হলো: চপল-চপলা, বিবাহিত-বিবাহিতা, মাননীয়-মাননীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, চতুর-চতুরা, নবীন-নবীনা, কনিষ্ঠ-কনিষ্ঠা প্রভৃতি।
- অপরদিকে, কুহক-কুহকিনী (ইনী প্রত্যয়), সেবক-সেবিকা (ইকা প্রত্যয়) এবং সৎ-সতী (বিশেষ নিয়মে) যোগে গঠিত হয়েছে।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

## ২৪। বিশেষ নিয়মে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ নয় কোনটি?

- (ক) পত্নী
- (খ) রানি
- (গ) কুমারী\*
- (ঘ) যুবতী

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কোন কোন পুরুষবাচক শব্দ থেকে বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠিত হয়। যেমন:

পুরুষবাচক	স্ত্রীবাচক
পতি	পত্নী
রাজা	রানি
যুবক	যুবতী
নর	নারী
দেবর	জা প্রভৃতি

- অপরদিকে, কুমার-কুমারী এর ক্ষেত্রে 'ঈ' প্রত্যয় যুক্ত করে লিঙ্গান্তর করা হয়েছে। এরূপ: রজক-রজকী, কিশোর-কিশোরী, সুন্দর-সুন্দরী, নিশাচর-নিশাচরী প্রভৃতি।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

## ২৫। নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ কোনটি?

- (ক) ধাত্রী
- (খ) অজা
- (গ) দুঃখী
- (ঘ) অর্ধাঙ্গিনী\*

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ হলো অর্ধাঙ্গিনী
- এরূপ সতীন, কুলটা, বিধবা, অসূর্যস্পশ্যা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী ইত্যাদি নিত্য স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দ।
- 'ধাত্রী' স্ত্রীবাচক শব্দের পুরুষবাচক রূপ হলো ধাতা।
- অজা স্ত্রীবাচক শব্দ, এর পুরুষবাচক শব্দ হলো অজা।
- দুঃখী পুরুষবাচক শব্দ। এর লিঙ্গান্তর হলো দুঃখিনী।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

## ২৬। নিচের কোনটি বৃহৎ অর্থে লিঙ্গান্তরের উদাহরণ?

- (ক) গীত-গীতিকা
- (খ) পুস্তক-পুস্তিকা
- (গ) অরণ্য-অরণ্যানী\*
- (ঘ) মালা-মালিকা

## বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কিছু শব্দে ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয় যুক্ত করা হয়। যেমন: নাটক-নাটিকা, মালা-মালিকা, গীত-গীতিকা, পুস্তক-পুস্তিকা প্রভৃতি। এগুলোর ক্ষেত্রে লিঙ্গান্তরের ফলে ক্ষুদ্র অর্থ প্রকাশ করে।
- অরণ্য এর লিঙ্গান্তর হলো অরণ্যানী (আনী প্রত্যয়যুক্ত) অরণ্য অর্থ বন কিন্তু অরণ্যানী অর্থ বৃহৎ বন। এখানে লিঙ্গান্তরের ফলে বৃহৎ অর্থ প্রকাশিত হচ্ছে।
- আনী প্রত্যয়যুক্ত অন্যান্য কিছু লিঙ্গান্তরের উদাহরণ হলো: ইন্দ্র-ইন্দ্রানী, আচার্য-আচার্যনী প্রভৃতি।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

## ২৭। অনুকার দ্বিত্বের উদাহরণ কোনটি?

- (ক) ঝামঝাম
- (খ) কুটকুট
- (গ) চুপচাপ\*
- (ঘ) চোখে চোখে

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পরপর প্রয়োগ হওয়া কাছাকাছি চেহারার শব্দকে অনুকার দ্বিত্ব বলে।
- এতে প্রথম শব্দটি অর্থপূর্ণ হলেও প্রায় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শব্দটি অর্থহীন হয়।
- অনুকার দ্বিত্বের উদাহরণ হলো: চুপচাপ, গরু-টরু, এলোমেলো, অল্লসল্ল, বুঝে-সুঝে প্রভৃতি।
- অপরদিকে, ঝামঝাম এবং কুটকুট হলো ধনাত্মক দ্বিত্ব শব্দ। কোন ধ্বনির অনুকরণে ধনাত্মক দ্বিত্ব শব্দ গঠিত হয়। যেমন: পটপট, কুটুস-কুটুস, শোঁ শোঁ, হিস হিস প্রভৃতি।
- চোখে চোখে হলো বিভক্তিযুক্ত পুনরাবৃত্তির উদাহরণ। পুনরায় আবৃত শব্দকে পুনরাবৃত্ত দ্বিত্ব শব্দ বলে। যেমন: জোরে জোরে, হাতে হাতে প্রভৃতি।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

## ২৮। কোনটি যুগ্মরীতির দ্বিরুক্তি?

- (ক) ডালভাত\*
- (খ) টনটন
- (গ) ঝিরঝির
- (ঘ) ছোট ছোট

### বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- একই শব্দ ঈষৎ পরিবর্তন করে দ্বিরুক্ত শব্দ গঠনের রীতিকে যুগ্মরীতি বলে। যেমন: ডালভাত (ভিন্নার্থক



শব্দযোগে), চালচলন (সমার্থক শব্দ যোগে), আসা-  
যাওয়া (বিপরীতার্থক শব্দযোগে) প্রভৃতি

- অপরদিকে, টন টন এবং ঝির ঝির অব্যয়ের দ্বিরুক্তি। এরূপ বার বার, ছম ছম, হায় হায়, ছি! ছি! প্রভৃতি অব্যয়ের দ্বিরুক্তির উদাহরণ।
- ছোট ছোট হলো বিশেষণ পদের দ্বিরুক্তি 'আরো কিছু উদাহরণ হলো: নরম নরম, উড়ু উড়ু, কালো কালো প্রভৃতি।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

২৯। 'দেখতে দেখতে আকাশ কালো হয়ে এলো' -  
বাক্যটিতে দ্বিরুক্তি শব্দ কোন অর্থ প্রকাশ  
করেছে-

- (ক) কালের স্বল্পতা\*
- (খ) পৌনঃপুনিকতা
- (গ) বিশেষণ রূপে
- (ঘ) ক্রিয়া বিশেষণ রূপে

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- উল্লেখিত বাক্যটিতে কালের স্বল্পতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তি।
- পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তির উদাহরণ হলো: ডেকে ডেকে হয়রান হয়েছি।
- বিশেষণ রূপে ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তি হলো: এদিকে রোগীর তো যায় যায় অবস্থা, তোমার নেই নেই ভাব গেলনা।
- ক্রিয়া বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদের উদাহরণ হলো: দেখে দেখে যেও, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনলে কীভাবে?

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

৩০। ভাবের গভীরতা বোঝাতে দ্বিরুক্তি শব্দের  
ব্যবহার করা হয়েছে কোন বাক্যে?

- (ক) ভয়ে গাঁ ছম ছম করছে
- (খ) ঝির ঝির করে বাতাস বইছে
- (গ) বার বার সে কামান গর্জে উঠল
- (ঘ) ছি ছি তুমি এতো নীচ!\*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ভাবের গভীরতা বোঝাতে অব্যয়ের দ্বিরুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নলিখিত বাক্যে:  
'ছি ছি তুমি এত নীচ'  
'তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল'  
'ছি ছি তুমি কী করেছ'?

- অপরদিকে 'ঝির ঝির করে বাতাস বইছে' বাক্যটিতে ধ্বনিব্যাঞ্জনা অর্থে অব্যয়ের দ্বিরুক্তির উদাহরণ।  
এরূপ: 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর'
- 'বার বার সে কামান গর্জে উঠল' বাক্যটিতে পৌনঃপুনিকতা অর্থে অব্যয়ের দ্বিরুক্তি বোঝানো হয়েছে।
- অনুভূতি বোঝাতে অব্যয়ের দ্বিরুক্তির উদাহরণ হলো: ভয়ে গা ছম ছম করছে, ফোঁড়াটা টন টন করছে।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

৩১। নিচের কোন দ্বিরুক্তি শব্দে আধিক্য বোঝানো  
হয়েছে?

- (ক) গরম গরম জিলাপি
- (খ) কালো কালো চেহারা
- (গ) ছোট ছোট ডাল কেটে ফেলো\*
- (ঘ) উড়ু উড়ু ভাব

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বিশেষণ পদের শব্দগুলোর বিভিন্ন অর্থে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন:
  - ১. আধিক্য অর্থে:  
ভালো ভালো আম নিয়ে এসো।  
ছোট ছোট ডাল কেটে ফেলো।
  - ২. তীব্রতা অর্থে:  
গরম গরম জিলাপি  
নরম নরম হাত
  - ৩. সামান্যতা অর্থে:  
উড়ু উড়ু ভাব  
কালো কালো চেহারা

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

৩২। 'কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ'-  
বাক্যে ধনাত্মক দ্বিরুক্তিটি কোন পদ নির্দেশ  
করে?

- (ক) বিশেষণ
- (খ) ক্রিয়া\*
- (গ) ক্রিয়া বিশেষণ
- (ঘ) বিশেষ্য

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- কোন কিছুর স্বাভাবিক বা কাল্পনিক অনুভূতি বিশিষ্ট শব্দের দুইবার প্রয়োগ করাকে ধনাত্মক দ্বিরুক্তি বলে। বিভিন্ন পদে ধনাত্মক দ্বিরুক্তি হয়। যেমন:
  - ১. ক্রিয়াপদে ধনাত্মক দ্বিরুক্তি



- ‘কলকলিয়ে উঠল সেথায় নারীর প্রতিবাদ’
- ২. বিশেষ্য পদে ধ্বনাত্মক দ্বিরুক্তি:  
‘বৃষ্টির ঝামঝমানি আমাদের অস্থির করে তোলে’
- ৩. বিশেষণ পদে ধ্বনাত্মক দ্বিরুক্তি:  
‘নামিল নভে বাদল ছলছল বেদনায়’।
- ক্রিয়া-বিশেষণে পদে ধ্বনাত্মক দ্বিরুক্তি:  
‘চিকচিক করে বালি কোথা নাহি কাঁদা’।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

**৩৩। অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির ধ্বনাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ নয় কোনটি?**

- (ক) কুটকুট
- (খ) ঝিকমিকি
- (গ) ঝামঝাম\*
- (ঘ) ঠা ঠা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- অনুভূতিজাত কাল্পনিক ধ্বনির অনুকরণে গঠিত দ্বিরুক্তি শব্দগুলো হলো: কুট কুট (শরীরে কামড় লাগার অনুভূতি), ঝিকমিকি (ঔজ্জ্বল্য), ঠা ঠা (রোদের তীব্রতা), মিনমিন, পিট পিট, ঝি ঝি ইত্যাদি।
- অপরদিকে ঝামঝাম হলো বস্তুর ধ্বনির অনুকার।
- বিভিন্ন অর্থে ধ্বনাত্মক দ্বিরুক্তির আরো কিছু উদাহরণ হলো: **মানুষের ধ্বনির অনুকার:** ভেউ, ভেউ, হি হি ইত্যাদি। **জীবজন্তুর ধ্বনির অনুকার:** ঘেউ ঘেউ, মিউ মিউ ইত্যাদি।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

**৩৪। নিচের কোনটিতে বিশেষ্য পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে?**

- (ক) পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটিমিটি
- (খ) কে কে এলো?
- (গ) রোগীর তো যায় যায় অবস্থা
- (ঘ) তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ\*

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বিশেষ্য পদ কখনো কখনো বিশেষণরূপে দ্বিরুক্তি শব্দ গঠন করে। যেমন:
  - তুমি দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছ (ধারাবাহিকতা)
  - রাশি রাশি ধান (আধিক্য অর্থে)
  - আমি আজ জ্বর জ্বর বোধ করছি (সামান্য অর্থে)
  - ধীরে ধীরে যায় (ক্রিয়া বিশেষণ)

- ও দাদা দাদা বলে ডাকছে (আগ্রহ অর্থে)
- তার সঙ্গী সাথী কেউ নেই (অনুরূপ অর্থে)
- অপরদিকে, ‘পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটিমিটি’ বাক্যটিতে বিশেষণ অর্থে অব্যয়ের দ্বিরুক্তি।
- ‘কে কে এলে’ বাক্যটি বহুবচন অর্থে সর্বনাম পদের দ্বিরুক্তি।
- ‘রোগীর তো যায় যায় অবস্থা’ বাক্যটি বিশেষণ অর্থে ক্রিয়া পদের দ্বিরুক্তি।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

**৩৫। ‘নবনবতিতম’ কোন সংখ্যার পূরণবাচক শব্দ?**

- (ক) ৯০
- (খ) ৯৯\*
- (গ) ৮৯
- (ঘ) ৯৫

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- একই সারি, দল বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।
- ‘নবনবতিতম’ হলো ৯৯ এর পূরণবাচক শব্দ
- এরূপ প্রথম (১), দশম (১০), বিংশ (২০), ত্রিংশ (৩০), চত্বাবিংশ (৪০), পঞ্চাশ (৫০), ষষ্টি (৬০), সপ্ততি (৭০), অশীতি (৮০), নবতি (৯০), একশত (১০০) প্রভৃতি।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

**৩৬। ‘বিশে’ কোন ধরনের সংখ্যাবাচক শব্দ?**

- (ক) ক্রমবাচক
- (খ) গণনাবাচক
- (গ) তারিখবাচক\*
- (ঘ) পরিমাণবাচক

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে তারিখবাচক শব্দ বলে।
- ‘বিশে’ তারিখবাচক শব্দ। কিছু তারিখবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত হলো: পহেলা (১), দোসরা (২), তেসরা (৩), চোঠা (৪), পাঁচই (৫), ছউই (৬), সতেই (৭), দশই (১০), পনেরই (১৫) প্রভৃতি।
- তারিখবাচক শব্দের প্রথম চারটি অর্থাৎ ১ থেকে ৪ পর্যন্ত হিন্দি নিয়মে সাধিত হয়। বাকি সংখ্যাগুলো বাংলায় নিজস্ব ভঙ্গিতে গঠিত হয়। যেমন: পহেলা বৈশাখে, দোসরা কার্তিক, বিশে আষাঢ় প্রভৃতি।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

৩৭। নিচের কোনটি ভগ্নাংশমূলক গণনাবাচক শব্দ নয়?

- (ক) দশই\*
- (খ) চৌথা
- (গ) আধা
- (ঘ) অষ্টমাংশ

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- ভগ্নাংশমূলক গণনাবাচক শব্দ হলো: চৌথা, সিকি বা পোয়া ( $\frac{1}{8}$ ), তেহাই ( $\frac{1}{10}$ ), অর্ধ বা আধা ( $\frac{1}{2}$ ), এক অষ্টমাংশ ( $\frac{1}{8}$ ), তিন চতুর্থাংশ ( $\frac{3}{8}$ ), পৌনে তিন ( $2\frac{3}{8}$ ), পৌনে ছয় ( $5\frac{3}{8}$ ), প্রভৃতি।
- অপরদিকে, দশই হলো তারিখবাচক শব্দ। একরূপ পহেলা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা, বিশে, একুশে প্রভৃতি তারিখবাচক শব্দ।
- অন্যান্য গণনাবাচক শব্দ হলো এক থেকে শুরু করে সকল অঙ্কবাচক সংখ্যার কথার প্রকাশিত রূপ।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

৩৮। নিচের কোনটি পূরণবাচক শব্দ?

- (ক) তেহাই
- (খ) আশি
- (গ) পঞ্চাশৎ\*
- (ঘ) তেসরা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- একই সারি, দল বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা পর্যায় বোঝাতে ক্রম বা পূরণবাচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয়।
- পঞ্চাশৎ হলো ৫০ এর পূরণ বা ক্রমবাচক রূপ। এর গণনাবাচক রূপ হলো পঞ্চাশ।
- অপরদিকে, তেহাই গণনাবাচক শব্দ এ অঙ্কবাচক রূপ হলো ( $\frac{1}{10}$ )।
- আশি শব্দটি গণনাবাচক শব্দ এর অঙ্কবাচক হলো ৮০ এবং পূরণবাচক রূপ হলো অশীতি।
- তেসরা হিন্দি নিয়মে গঠিত তারিখ বাচক শব্দ। এর অঙ্কবাচক রূপ হলো ৩ এবং গণনাবাচক রূপ হলো তিন।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

৩৯। 'সপ্ততি' কোন ধরনের সংখ্যাবাচক শব্দ?

- (ক) তারিখবাচক
- (খ) ক্রমবাচক\*
- (গ) গণনাবাচক
- (ঘ) পরিমাণবাচক

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- 'সপ্ততি' ক্রমবাচক শব্দ। এর বিভিন্ন সংখ্যাবাচক রূপ হলো:
  - অঙ্কবাচক-৭০,
  - ক্রমবাচক-সপ্ততি,
  - গণনাবাচক-সত্তর
- ১-১০ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের বিভিন্ন রূপ।

অঙ্কবাচক	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
১	এক	প্রথম	পহেলা
২	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা
৩	তিন	তৃতীয়	তেসরা
৪	চার	চতুর্থ	চৌঠা
৫	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
৬	ছয়	ষষ্ঠ	ছউই
৭	সাত	সপ্তম	সাতই
৮	আট	অষ্টম	আটই
৯	নয়	নবম	নউই
১০	দশ	দশম	দশই

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।

৪০। একাধিকবার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায় তাকে কী বলে?

- (ক) গণনাবাচক সংখ্যা\*
- (খ) পূরণবাচক সংখ্যা
- (গ) তারিখবাচক সংখ্যা
- (ঘ) অঙ্কবাচক সংখ্যা

**বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:**

- একাধিকবার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি পাওয়া যায় তাকে পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা বলে। যেমন: সপ্তাহ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, সিকি, আধা প্রভৃতি।
- একই সারি, দল বা শ্রেণিতে অবস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর ক্রম বা পর্যায়কে পূরণবাচক বা অঙ্কবাচক সংখ্যা বলে। যেমন: প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি।
- বাংলা মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় তাকে তারিখবাচক শব্দ বলে। যেমন: পহেলা, দোসরা, তেসরা প্রভৃতি।
- এক থেকে দশ পর্যন্ত যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে অঙ্ক বলে। যেমন: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯।

**তথ্যসূত্র:** বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (পুরাতন সংস্করণ)।